জীবননগরে ফসলি জমির মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রয়ে জরিমানা

জীবননগর উপজেলার সুটিয়া গ্রামে ফসলি জমির জমির মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রি করায় তিনজনকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বুধবার দুপুরের দিকে জীবননগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তিথি মিত্র ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই জরিমানা আদায় করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, বুধবার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জীবননগরের সুটিয়া গ্রামে যান উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তিথি মিত্র। এসময় ফসলি জমির মাটির কাটার প্রমাণ পান তিনি।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ আইন) ২০০৯ এর ৯৮(৩) ও ৮৯(২) ধারায় সুটিয়া গ্রামের মো. আজিজুল হককে ১৫ হাজার টাকা, জাহিদুল হককে একই ধারায় ১০ হাজার টাকা এবং আতিয়ার রহমানকে একই ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগীতা করেন জীবননগর থানা পুলিশ।

জাতীয় দৈনিক নাগরিক ভাবনার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি হলেন মিঠুন

ঢাকা থেকে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিক নাগরিক ভাবনার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন দৈনিক সময়ের সমীকরণ ও মাই টিভির প্রতিনিধি মিঠুন মাহমুদ।

আজ বুধবার বিকালে দৈনিক নাগরিক ভাবনার সম্বপাদক ও প্রকাশক

আফরোজা সিদ্দিকা স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্রটি হাতে তুলেদেন ।

দৈনিক নাগরিক ভাবনার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি হওয়ায় মিঠুন মাহমুদকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নাজমুল হক স্বপন,কালের কন্ঠর চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি মানিক আকবার,সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি মাহফুজ মামুন,নাগরিক টিভির জেলা প্রতিনিধি হুসাইন মালিক,ডিবিসি নিউজের জেলা প্রতিনিধি সেলিম হোসেন,যমুনা টিভির জেলা প্রতিনিধি জিসান আহম্মেদ,এখন টিভির জেলা প্রতিনিধি অনিক চক্রবর্তী,দৈনিক আজকের পত্রিকার জেলা মেহেরাব্বী সানভি,জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম,আর বাবু,সাধারন সম্পাদক কাজী শামসুর রহমান চঞ্জল,জীবননগর প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারন সম্পাদক আতিয়ার রহমান,জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু,সাধারন সম্পাদক জামাল হোসেন খোকন,দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন,সাধারন সম্পাদক হানিফ মন্ডল,দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার জীবননগর ব্যুরো মাজেদুল মিল্টন, নবচিত্র পত্রিকার জীবননগর প্রতিনিধি চাষী রমজান,দৈনিক আকাশ পত্রিকার মুতাসিন বিল্লাহ,দৈনিক গ্রামের কাগজ পত্রিতার তুহিনুজ্জামান,দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার মহেশপুর প্রতিনিধি আব্দুর রহিম।

দামুড়হুদায় নকশী কাঁথা ট্রেনের স্টপেজ পুনর্বহাল দাবিতে জনসমাবেশ ও মানববন্ধন

দামুড়হুদা জয়রামপুর রেল স্টেশনে নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রেনের আপ-ডাউন যাত্রাবিরতি পূর্ণবহালের দাবীতে স্থানীয় বাসিন্দারা আবারো মানববন্ধন করেছে। আজ বুধবার বিকাল ৪ টার দিকে জয়রামপুর স্টেশন ট্রেন অধিকার সংরক্ষণ কমিটির আয়জনে জয়রামপুর রেল স্টেশনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

খুলনা থেকে ছেড়ে আসা নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রনটি শেই ব্রিটিশ পিরিয়ড থেকে এই জয়রামপুর রেল স্টেশনে থামতো এবং এই

অঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রা কৃষি পণ্য পরিবহন থেকে শুরু করে বিপুল জনগোষ্ঠী দীর্ঘ দিন যাতায়াতের সুবিধা ভোগ করতো। কিন্তু হঠাৎ বিধিবাম, এই ট্রেনের ঢাকাগামী নতুন সংস্করণ নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রেনের প্রকাশিত নতুন যাত্রাবিরতি সিডিউলে জয়রামপুর রেল স্টেশনকে বাদ রাখা হয়েছে। যার ফলে চলতি ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে জয়রামপুর রেল স্টেশনে আর নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রেনটি থামছেনা। দামুড়হুদা থানার একমাত্র স্টেশন জয়রামপুর রেলওয়ে স্টেশন হতে যাতায়াত করা লক্ষাধিক মানুষের ব্যাবসা বানিজ্য, চাকুরি, চিকিৎসা ও আত্মীয়তায় অবর্ণনীয় ছাপ পড়েছে এবং মানুষ ইতিমধ্যেই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। এ দুর্ভোগ নিরসনের জন্য গত ২৪ নভেম্বর ২০২৩ইং তারিখে বিপুল সংখ্যক মানুষ জয়রামপুর রেলওয়ে প্লাটফর্মে একটি মানববন্ধন করে এবং গত ২৯শে নভেম্বর পাকসি আঞ্চলিক রেল ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের গনদুর্ভোগের বিষয় জানিয়ে একটি গন পিটিশন দাখিল করে জয়রামপুরের স্থানীয় বাসিন্দারা।

জয়রামপুর স্টেশন ট্রেন অধিকার সংরক্ষণ কমিটির আহবায়ক লাজিব আক্তার সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে এবং কুকিয়া চাঁদপুর আদর্শ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো: আব্দুল আলিমের সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা ও হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন, উপদেষ্টা নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, আনোয়ারুল মাস্টার, উপদেষ্টা ও হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আয়ুব আলী স্বপন, প্রচার সম্পাদক কামরুল ইসলাম মিফতা, কো সমন্বয়ক ও পড়শি’র সভাপতি মোঃ হানিফ, হুমায়ুন আহম্মদ ডাবলু প্রমূখ।

এসময় বক্তারা বলেন, ট্রেনের জন্মলগ্ন থেকে জয়রামপুর রেল স্টেশনে গোয়ালন্দ মেল ট্রেনটি থামতো, কিন্তু এ মাসের প্রথম দিন থেকে ট্রেনটি আর জয়রামপুর স্টেশনে থামছেনা। জয়রামপুরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা, জয়রামপুর হাঁট, কেরু এন্ড কোম্পানির আখ সেন্টার ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস সহ হাজার হাজার শিক্ষার্থী সহ পথচারীরা এই রেল স্টেশনের উপর দিয়ে চলাফেরা করে।
এই স্টেশনে নেই কোন গেটম্যান, ফলে মাঝে মধ্যেই ট্রেনে কেটে মানুষ, পথচারী, স্কুল কলেজ মাদ্রাসা পড়ুয়া ছেলে মেয়ে নিহত হচ্ছে। বক্তারা হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন অচিরেই যদি পুনরায় নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রেনটি জয়রামপুর স্টেশনে না থামানো হয় তাহলে আগামীতে স্থানীয় ও এলাকার জনগণ নিয়ে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

সারারাত স্ত্রীর লাশ পাহারা, সকালে পুলিশকে জানায় সে আত্নহত্যা করেছে

আলমডাঙ্গা উপজেলায় খাদিজা খাতুন নামের এক গৃহবধূকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ‘হত্যার’ অভিযোগে স্বামী আলম হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। আজ বুধবার মধ্যরাতে পৌর এলাকার কলেজপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। তার তথ্যে সকালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ময়নাতদন্তের জন্য ওই গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

এর আগে, সকালে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানার একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে নিহতের পরিবারের সদস্যরা পুলিশের উপর চড়াও হয়। পরে থানার ওসিসহ অতিরিক্ত ফোর্স ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়।

নিহত গৃহবধূ খাদিজা খাতুন (২৭) সে উপজেলার হারদি ইউনিয়নের কৃষি-ক্লাব পাড়ার ভিকু মিয়ার মেয়ে। অভিযুক্ত স্বামী আলম হোসেন (৩২) একই উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের মোনাকষা গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, ১ বছর আগে প্রেমে জড়িয়ে খাদিজা-আলমের বিয়ে হয়। এটা দুজনেরই তৃতীয় বিয়ে। খাদিজা তার স্বামীর সঙ্গে পৌর এলাকার কলেজপাড়া এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। বুধবার দিবাগত রাতে নিহত খাদিজার স্বামী তাকে মারপিট করে গলাঁয় ফাঁস লাগিয়ে রুমের জানালার গ্রিলে ঝুঁলিয়ে রাখে। সারারাত লাশ পাহারা দিয়ে ভোরে প্রতিবেশীদের জানায়, তার স্ত্রী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করেছে। তারপর সে নিজেই থানায় উপস্থিত হয়ে স্ত্রীর আত্নহত্যার ঘটনাটি জানায় পুলিশকে।

নিহতের ভাই আব্দুস সামাদ অভিযোগ করে বলেন, তার বোনকে এর আগেও আলম ও তার পরিবারের লোকজন যৌতুকের জন্য নির্যাতন করেছিলেন। এমন ঘটনার পরই গত দু’মাস কলেজপাড়ার একটি বাসা ভাড়া নিয়ে দুজনে বসবাস করত। এবার তার বোনকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।

নিহতের মা আশুরা বেগম অভিযোগ করে বলেন, আমার মেয়ে দুই মাসের অন্তঃসত্তা ছিল। প্রথম পক্ষের মেয়ের বয়স যখন পাঁচ মাস তখন ডিভোর্স হয়। গত এক বছর আগে আলমের সঙ্গে বিবাহ হয় খাদিজার। বিয়ের পর থেকে ছোটখাটো বিষয়ে মেয়েকে মারধর করতো স্বামী আলম ও তার পরিবারের সদস্যরা। আজ রাতে যে কোন সময় তাকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রেখেছে তারা। আমি সুষ্ঠ বিচার চাই।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) শেখ গনি মিয়া বলেন, সকালে আলম নিজেই আমাদেরকে জানান, তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন। আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে খাদিজার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করি। প্রাথমিক ধারণা তিনি আত্মহত্যা করেছেন। ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে হত্যা নাকি আত্মহত্যা।

দর্শনা সহ বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র প্রার্থী মীর্জা শাহরিয়া লন্টুর গণসংযোগ

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকার দর্শনা সহ বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ করেছেন সাবেক এমপি মীর্জা সুলতান রাজা’র ছোট ভাই স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর্জা শাহরিয়ার মাহমুদ লন্টু।

গতকাল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দর্শনা, উথলী, জীবননগর সহ বিভিন্ন স্থানে দিন ব্যাপী গণসংযোগ করেছেন তিনি। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের এমপি পদপ্রার্থী স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর্জা শাহরিয়ার মাহমুদ লন্টু ঢেঁকি প্রতিক নিয়ে নির্বাচনী মাঠে ব্যাপক প্রচার প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তিনি সফর সঙ্গীদের সাথে নিয়ে ভোটারদের কাছে যেয়ে কুশল বিনিময় ও লিফলেট বিতরণ করে এবং ব্যনার, ফেস্টুন, পোস্টার ও মাইকিং সহ বিভিন্ন ভাবে নির্বচনী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

এ সময় তিনি বলেন, আমার প্রয়াত বড় ভাই আমার আপনার নেতা সাবেক এমপি

মীর্জা সুলতান রাজা ভাই সবসময় এই এলাকার জনগণের শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে গেছেন। আজ তিনি জীবিত নাই। তাই আপনারা যদি আপনাদের মূল্যবান ভোটের মাধ্যমে আমাকে জয়যুক্ত করে আপনাদের ও এই এলাকার এবং এলাকার মানুষের সেবা করার সুযোগ দেন তাহলে আমি দেখিয়ে দিতে চাই যে, সৎ ইচ্ছা থাকলে একজন এমপি এলাকার উন্নয়নে কতটা কাজ করতে পারে। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি এই দেশকে এবং দেশের মানুষকে স্বাধীন করার জন্য। কিন্তু যদি কোন একটি স্বার্থান্বেষী মহল চাই যে, সে বা তারা এই স্বাধীন দেশের মানুষকে জিম্মি করে, মামলা হামলার ভয় দেখিয়ে আটকে রাখবে তাহলে সেটা ভুল ভাবছেন। আমরা যুদ্ধ করেছি দেশ ও দেশের মানুষের জন্য। আজ যদি সেই মানুষের কল্যানে কাজ না করতে পারি তাহলে কেমন নেতা আমরা? আমাদের প্রত্যেকটা নেতার উচিৎ মানুষের কল্যানে কাজ করা। তাই আসুন আমরা সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একতাবদ্ধ ভাবে এই চুয়াডাঙ্গা-২ আসনকে পরিবর্তন করে সুন্দর, সুশৃঙ্খল মাদক ও দুর্নীতি মুক্ত একটি এলাকা গড়ি।

এসময় তার সাথে সফর সঙ্গী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভি.পি ও সাবেক জি.এস আবু সাঈদ হাসান, অ্যাডভোকেট শাহরিয়ার কবির, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আমির হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কামাল উদ্দীন সান্টু, আওয়ামী লীগ নেতা- আব্দুল বারি, ফারুক হোসেন, এম.এ ফয়সাল প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কাশেম জোয়ার্দার; মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন; চিথলিয়া ইউপির চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি এনামুল হক; বহলবাড়িয়া ইউপির চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান; তালবাড়িয়া ইউপির চেয়ারম্যান আবদুল হান্নান, বারুইপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম মন্টু প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় ফসলের জমিতে মাটি কেটে ইট ভাটায় বিক্রয়ের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার যাদবপুরে ফসলি জমির মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রির অভিযোগ উঠেছে মাটি খাদক রঞ্জুর বিরুদ্ধে। অভিযোগ রয়েছে কৃষককে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করার নামে মাটি নেওয়ার উদ্দেশ্য হাসিলেরও।

তবে নগদ টাকা পেতে অনেক কৃষক স্বেচ্ছায় মাটি বিক্রি করছেন বলেও জানা গেছে। এভাবে কৃষিজমির উপরিভাগের মাটি কাটায় জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। এসব মাটি পরিবহনে ব্যবহৃত ট্রাক্টর ও লাটাহাম্বা গাড়িগুলো সদ্য নির্মিত গ্রামাঞ্চলের সড়ক ও আঞ্চলিক সড়কগুলোতে দ্রুত গতিতে যাতায়াত করায় মৃত্যু ফাঁদে পরিণত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আলমডাঙ্গা উপজেলায় কুমারী ইউনিয়নে ৩ টি ইটভাটা রয়েছে। মৌসুমে তিনটি ইট ভাটায় কয়েক লাখ ঘন মিটার মাটির প্রয়োজন হয়। এসব মাটির চাহিদা পূরণে দীর্ঘদিন মাটি ব্যবসায়ী রঞ্জু পরিত্যক্ত পুকুর ও সালিন জমিতে খনন করে মাটি মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে ইট ভাটায় বিক্রি করেন। বিভিন্ন সময় উপজলা প্রশাসন জরিমানা করলেও পূণরায় আবারো তিনি মাটি ব্যবসায় জরিয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে গত কয়েকদিন আগে ভূমি দস্যু রঞ্জু উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামের হাজী মঙ্গল বিশ্বাসের ছেলে আকুব্বার বিশ্বাসের সালিন ধান চাষের জমিতে পুকুর খননের নামে মাটি কেটে ভাটায় বিক্রি করছে। এছাড়া গাড়িতে মাটি পরিবহনের নামে রাস্তায় ধুলা-কাঁদা মাটিতে সড়কে যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে উঠছে। আশেপাশের বাড়িতে ধুলা-বালির কারণে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বসতবাড়িতে থাকা ছোট শিশুরাও দুর্ঘটনার আশঙ্কায় রয়েছে।

এ বিষয়ে মাটি ব্যবসায়ী রঞ্জুর সাথে মোবাইলে কথা হলে তিনি জানান, মাটি কাটার বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি। তবে মাটি কেটে ইট ভাটায় বিক্রির সত্যতা নিশ্চিত করেন।

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়নে ঈগল মার্কার নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন

৭ জানুয়ারী জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী নূর হাকিমের (ঈগল মার্কা) নির্বাচনী প্রচারণার হাউলী ইউনিয়ন অফিসের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ৫ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাঁঠালতলা নামক স্থানে ঈগল মার্কার নির্বাচনী অফিসের শুভ উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী জাতীয় দৈনিক সকালের সময় পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক এবং বাংলাদেশ সংসদপত্র পরিষদের মহাসচিব (বিএসপি) নূর হাকিম।

এসময় নূর হাকিম বলেন, নির্বাচনে সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে। তাই আপনারা যদি আমার ঈগল মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেন তাহলে আমি এই অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করব ইনশাল্লাহ। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি চুয়াডাঙ্গা ২ আসন অর্থাৎ দামুড়হুদা উপজেলা, জীবননগর উপজেলা ও গড়াইটুপি ইউনিয়ন, তিতুদহ ইউনিয়ন, বেগমপুর ইউনিয়ন, নেহালপুর ইউনিয়নকে আমি ডিজিটাল করে দেবো। এখানকার সমস্ত জনগণের জন্য আমি নিজ উদ্যোগে ইন্টারনেটের আওতায় আনবো এবং সকলে ফ্রী ওয়াইফাই ব্যাবহার করবে। দেশ যখন ডিজিটাল তখন সেবাও হবে ডিজিটাল। গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সমস্তরকমের সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গা ২ আসনকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিনত করবো। গ্রামাঞ্চলের রাস্তা ঘাট ব্রীজ কার্লভাট সব কিছু জনগণের উন্নয়নে কাজ করা হবে। আপনারা কেউ ভোট নিয়ে হানাহানি করবেননা। সব সময় পুলিশ আনসার সেনাবাহিনী সহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আপনাদের পাশে আছে। জননেত্রী শেখ হাসিনা চান অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হবে। কারোর ভোট কেউ দিতে পারবে না। তাই আপনারা ৭ জানুয়ারী সকাল সকাল ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে আমার ঈগল মার্কায় ভোট দেওয়ার আহবান জানাচ্ছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী নূর হাকিমের ঈগল মার্কার হাউলী ইউনিয়ন নির্বাচনী কমিটির প্রধান উপদেষ্টা সহ

নির্বাচনী কমিটির সদস্য বৃন্দ, স্থানীয় আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্র লীগের নেতাকর্মী বৃন্দ সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে বিজিবির অভিযানে ৫ কোটি টাকার সোনার বারসহ আটক ২

জীবননগরে প্রায় ৫ কোটি টাকার স্বর্ণসহ দুই চোরাকারবারিকে আটক করেছে বিজিবি। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে জীবননগর উপজেলার উথলী থেকে ৫ কেজি ১৯৭ দশমিক ৯৭ গ্রাম ২৩টি স্বর্ণের বারসহ তাদের আকট করা হয়।

আটক দুজন চোরাকারাবারী হলেন- দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত মুনসুর বিশ্বাসের ছেলে মো. পিণ্টু বিশ্বাস
(৫০) ও একই উপজেলার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মোঃ আশাদুল হকের ছেলে মো. পিয়াস হোসেন (২১)।

আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন মহেশপুর-৫৮ বিজিবির পরিচালক মাসুদ পারভেজ রানা।

বিজিবি জানায়, আজ মঙ্গলবার মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারে, জীবননগর-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়ক ব্যবহার করে জীবননগর সীমান্ত দিয়ে স্বর্ণ পাচার হবে, এমন তথ্যের পরিপ্রেক্ষিত ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক মাসুদ পারভেজ রানার নেতৃত্বে ব্যাটালিয়ন সদরের একটি বিশেষ টহল দল উথলী বিওপির পাশে অভিযান পরিচালনা করে।

দুপুর ১২টার দিকে একটি ইজিবাইক উথলী থেকে জীবননগর সীমান্তের দিকে যেতে দেখে তাদের সন্দেহ হয়। এসময় তারা ইজিবাইকটি তল্লাশি করে ৫ কেজি ১৯৭.৯৭ গ্রাম ওজনের ২৩টি স্বর্ণের বার জব্দ করে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৪ কোটি ৯০ লাখ ৮৭ হাজার ৫২০ টাকা। এসময়

আটক করা হয় মো. পিণ্টু বিশ্বাস ও মো. পিয়াস হোসেনকে।

বিজিবি আরও জানায়, স্বর্ণের বারগুলো শুল্ক কর ফাঁকি দিয়ে ভারতে পাচারের জন্য পরিবহন করা হচ্ছিল। আটক দুজনের বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় মামলা করা হয়েছে। এবং স্বর্ণের বার চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।##

আলমডাঙ্গায় ঈগল প্রতীকের প্রার্থীর বাড়িতে হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার ১

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় স্বতন্ত্র ঈগল প্রতীকের প্রার্থী দিলীপকুমার আগরওয়ালার এক কর্মীর বাড়িতে হামলার ঘটনায় রতন আলী
(৩২) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকাল ১১ টার দিকে হাটবোয়ালিয়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত রতন আলী উপজেলার ভাঙবাড়িয়া ইউনিয়নের হাটুভাঙা গ্রামের বাবলুর রহমানের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঈগল প্রতীকের পক্ষে কাজ করেন আমীর আলী তার ছেলে লিটন আলী। গত রবিবার রাতে আওয়ামীলীগের নৌকা প্রতিক প্রার্থীর কর্মীরা ১৫-২০ মোটরসাইকেল শো-ডাউন নিয়ে মিছিল করেন। ওই মিছিলে থাকা লোকজন লিটনের বাড়িতে অতর্কিত ভাবে হামলা চালায়। এতে বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালালেও বাড়িতে থাকা আলমসাধু গাড়ি ভেঙে ক্ষয়ক্ষতি করেন। ওই ঘটনায় এলাকাজুড়ে থমথমে বিরাজ করে। রবিবার রাতেই লিটন আলী বাদি হয়ে জিনারুল বিশ্বাসসহ ১৬ জনের নাম উল্লেখ করে ৮০-৯০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ওই মামলায় গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার রতন আলী নামে নৌকার এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ গনি মিয়া জানান, লিটন আলী নামের এক যুবক বাদি হয়ে ১৬ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেছে।

এজাহারীয় আসামী রতন আলী নামের নৌকার এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে চুয়াডাঙ্গা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় নৌকার প্রার্থীর ছেলুনের সংবাদ সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গায় নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকের মধ্যে হামলা এবং আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতারের ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন করেছেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার প্রার্থী সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় জেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এতে লিখ্তি বক্তব্যে নৌকার প্রার্থী ও বর্তমান সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন বলেন, কয়েকদিন ধরে চুয়াডাঙ্গা সদরের শংকরচন্দ্র ও পদ্মবিলা ইউনিয়ন এলাকায় একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীরা নৌকা মার্কার প্রার্থীর বিরুদ্ধে সরাসরি নৌকার প্রার্থীর নামে ব্যক্তিগতভাবে গালাগালী করে উত্তেজনা ছড়াচ্ছিলেন। এ ঘটনায় সরোজগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ হারুন-অর-রশিদ তাদের সাথে যুক্ত হয়ে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করছেন।

গত ২৩ ডিসেম্বরের রাতে ভান্ডারদহ গ্রামে নৌকার পক্ষে মিছিল বের হলে মিছিলের পিছন থেকে ঈগল মার্কা স্বতন্ত্র প্রার্থীর উপস্থিতিতে তার সমর্থকেরা গালাগালী করতে থাকে। একপর্যায়ে তাদের কর্মিরা অতর্কিত হামলা করে।

স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নৌকার প্রার্থী আরও বলেন, সেখানে পুলিশ পৌঁছালে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলী আহম্মেদ হাসানুজ্জামান মানিকসহ ৫ জনকে আটক করা হয়। পরে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে একজনকে বাদী সাজিয়ে মামলা করা হয়।